পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF)-এর সারসংক্ষেপ

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে জিসিএফ এর অর্থায়নের জন্য উপস্থাপিত Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) প্রকল্পের জন্য প্রস্তুকৃত ESMF-এর সারসংক্ষেপ।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলটি দেশের সবচেয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা হটস্পট অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃত। উপকূলীয় জনগোষ্ঠী অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বসতবাড়িতে বসবাস করে যা প্রতিটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দূর্যোগের ফলে তাদের জীবিকাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে ফলে বাড়িঘর, গবাদি পশু, আবাদি জমি এবং ফসলের ক্ষতি হয়। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু পারিবর্তন এটি শুধুমাত্র তাদের জীবনের জন্য হুমকি নয় বরং আর্থিকভাবেও তা বিপর্যয়কর।

অতএব, যদি: বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে (অভিযোজন), জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং ক্ষমতার ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে এবং বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অভিযোজন কৌশল/পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ এবং কার্যক্রমগলো সমন্বয় করতে পারে; তাহলে-বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতে সম্পদ ও জীবিকা রক্ষা করতে সক্ষম হবে; কারণ: সহনশীল আবাসন ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দূর্যোগে সময় সুরক্ষা প্রদান করবে, জীবিকার মাধ্যমে উপার্জন চলমান থাকবে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত এবং সময়মত সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

RHL প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করা এবং চরম জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবিলায় তাদের উন্নত ও টেকসই বিকল্প জীবিকার উপায় প্রদান করা। প্রকল্পটি উপকূলীয় অঞ্চলের আনুমানিক ৩৬২, ৪৭৫জন লোককে প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত করবে এবং রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলবে।

প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য, সমীক্ষা, বিভিন্ন অংশীজনের সাথে পরামর্শ, কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (KII), অনুরূপ চলমান প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের প্রতিবেদনের পর্যালোচনা ইত্যাদি করা হয়েছে। সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ পর্যালোচনা, বাংলাদেশ সরকারের , পিকেএসএফ, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড, এবং বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন, পদ্ধতি এবং অনুশীলনের পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি (ESMF) গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড- এর প্রয়োজন অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে। RHL প্রকল্পের উন্নয়ন পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে প্রকল্প অংশীদারদের (উপকারভোগী) সঠিক অবস্থান, আকার এবং ব্যাপ্তি এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টকরণ করা হয়নি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এসকল বিবরণ চূড়ান্তকরণ করা হবে। প্রকল্প তৈরির (উন্নয়নের) এপর্যায়ে, প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর স্ক্রীনিং এবং মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য এবং প্রকল্পের স্থানভিত্তিক পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা করার জন্য ESMF তৈরি করা হয়েছে। এই ESMF পরিবেশগত এবং সামাজিক বিবেচনার জন্য প্রযোজনীয় পটভূমি প্রদান করবে, প্রকল্প কার্যক্রমের সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর একটি চেকলিস্ট তৈরি করা হবে যাতে প্রকল্পটির পরিবেশগত এবং সামাজিকভাবে টেকসই বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এটি প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ESIA), এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত যে কোনো সামাজিক এবং পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাবগুলো প্রশমিত করার জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP) প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশিকা প্রদান করবে।

বিদ্যমান জাতীয় নীতি এবং আইন, পরিবেশের আন্তর্জাতিক কাঠামো, সামাজিক এবং শক্তি দক্ষতার বিষয়সহ পিকেএসএফ এবং গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড-এর পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা নীতিসমূহ এই ESMF তৈরির জন্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষত, ESMP-কে পরিবেশ সংরক্ষন নীতিমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত, ২০২৩) এবং IFC-এর পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

RHL প্রকল্পের স্ক্রিনিংয়ে দেখা যায়, প্রকল্পটির কিছু কর্মসূচি পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, ফলে কিছু প্রশমন ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকল্পটি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ করবে যার জন্য পানি শোধন সুবিধার প্রয়োজন হবে। শ্রমিককে মাস্ক, হ্যান্ড-গ্লাভস, হেলমেট ইত্যাদি সহ ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। ডাস্ট বা ধূলা কমানোর জন্য নির্মাণ কার্যক্রমে

পানি স্প্রে ইত্যাদির প্রয়োজন হবে। পরিবেশের ওপর প্রকল্পের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মাঝারি ধরণের হবে। সম্ভাব্য প্রতিকূল পরিবেশগত এবং/অথবা সামাজিক ঝুঁকি এবং কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত প্রভাবগুলো পৃথকভাবে বা ক্রমবর্ধমানভাবে সাধারণত স্থান-নির্দিষ্ট, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তনযোগ্য, এবং পর্যাপ্ত নীতি বাস্তবায়ন এবং কর্মক্ষেত্রের মান নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে সহজেই সমাধান করা যাবে। এই বিবেচনায় প্রকল্পটিকে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড-এর ঝুঁকি বিবেচনায় "বি" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। IFC-এর পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে, প্রকল্পটি PS1-4 এর সাথে সম্পৃক্ত; PS5-8 এই প্রকল্প জন্য প্রযোজ্য হবে না কারণ এই প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ বা পুনর্বাসন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ততা, জীববৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর সরাসরি সম্পৃক্ত নয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণের সাথে সাথে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশার সময় অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও, বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে। পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলোর মূল্যায়নের বিষয়ে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড-এর পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা (ESS) মানদন্ড মেনে চলার জন্য ESMF-এ পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ESIA) এবং ESMP অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়নের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে, ESMP এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে প্রমশমন ব্যবস্থাগুলো যথাযথভাবে বর্ণনা করা থাকে, ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহনের সময়রেখা এবং সংস্থানগুলি চিহ্নিত করা থাকে। যেখানে প্রকল্প বিদ্যমান সুবিধাগুলি জড়িত, সেখানে একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক নিরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ESMP-তে অবশিষ্ট পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ESMP সামগ্রিক পরিকল্পনা, ডিজাইন, রিসোর্সিং এবং গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড-এর অর্থায়নকৃত কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সাথে সাথে ESMF-এ প্রতিফলিত হবে। ESMP প্রধানত পরিবেশগত সমস্যা (বায়ু, পানি, মাটি দূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) এবং সামাজিক সমস্যা (শ্রম এবং কাজের অবস্থা, লিঙ্গ বৈষম্য, জাতি এবং ধর্ম নির্বিশেষে সমান সুযোগ, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা, সম্প্রদায়ের ওপর প্রকল্প কার্যক্রমের সম্ভাব্য প্রভাবগুলোকে প্রাধান্য প্রদান করে) প্রকল্প এলাকা এবং প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় বিবেচনা করা হয়। অধিকন্তু, ESMF যথাযথ প্রক্রিয়া, কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRM) এবং অংশীজনের অংশগ্রহন পরিকল্পনা (SEP) একীভূত থাকবে। GRM এবং SEP-তে নিশ্চিত করতে হবে যে বিভিন্ন অংশীজনের এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মতামত, বিশেষত নারী এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মতামত প্রতিফলেনের সুযোগ থাকে। বাস্তবায়নকারী সংস্থার (IE) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে এবং পর্যায়ক্রমে এক্রিডেটেড এন্টিটি (AE) কে রিপোর্ট করবে। ESMF এর অধীনে প্রদত্ত শর্তাবলীর সাথে সম্মতি কার্যকরভাবে নিরীক্ষণ করার জন্য একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রকল্পের প্রতিটি কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। IE পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) মাঠ পর্যায়ে ESMF পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য দায়িত্ব পালন করবে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নিরীক্ষণের জন্য ১৫টি IE বা পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থার প্রত্যেকটির জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) থাকবে। IEs স্ক্রীনিং রিপোর্ট, ESIA, পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট, অংশীজেনের অংশগ্রহন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে এবং উপকারভোগীর ES কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ করবে এবং প্রতিবেদনগুলো AE-এর নিকট জমা দেবে। AE প্রতিবেদন সমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করবে এবং গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এবং এক্রিডেটেড এন্টিটি-এর ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। স্থানীয় অংশীজনের সুবিধার জন্য ESIA এবং ESMP রিপোর্টগুলো বাংলায় অনুবাদ করা হবে এবং ইংরেজি ও বাংলা উভয় সংস্করণই এক্রিডেটেড এন্টিটি এবং গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড-এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।